যায়যায়দিন

07 JUN 2007

মতিঝিল আইডিয়াল রাজধানীর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আয়ের শীর্ষে

হাবিবুর রহমান

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আয়ের দিক দিয়ে রাজধানীর এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শীর্ষে। এ প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আয় ১১ কোটি টাকা । আর ১০ কোটি টাকার কিছু বেশি আয় করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিরপুরের মণিপুর হাই স্কুল। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালিত এক অনুসন্ধানে এ তথ্য জানা যায়।

জানা গেছে, ১৭ এপ্রিল চিফ অ্যাডভাইজর ফখরুদ্দীন আহমদ রাজধানীর এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি পাঠান। চিফ অ্যাডভাইজরের নির্দেশ পেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজধানীর বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার আয়ের হিসাব জানার জন্য অনুসন্ধান চালায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে জানা যায়, রাজধানীর সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজটি বছরে নয় কোটি টাকা আয় করে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজধানীর ৩৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের তথ্য সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ২৪৮টি স্কুল, ৪৬টি কলেজ ও ৫৫টি মাদ্রাসা। ইতিমধ্যে রিপোর্টটি চিফ অ্যাডভাইজরের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

একটি সূত্র জানায়, রাজধানীর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের তথ্য দিয়েছে তার মধ্যে কমপক্ষে ৫০টি প্রতিষ্ঠানের আয় আরো বেশি হবে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস টিউশন ফি ও অন্যান্য কিছু চার্জ বলে জানা গেছে।

রিপোর্টে আরো জানা যায়, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বছরে প্রায় আট কোটি টাকা আয় করে থাকে। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ রাইফেলস স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক আয় চার কোটি টাকা। মিরপুর ইউনিভার্সিটি কলেজের আয় দুই কোটি টাকার কিছু বেশি। চ্যারিটি ট্রাস্টে পরিচালিত তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার আয় ১ কোটি ১২ লাখ টাকা। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাহমুদুল হাসান নামে একজন অভিভাবক বলেন, এতো বেশি আয়ের কারণেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে অঢেল টাকা খরচ করা হয়। প্রভাবশালী লোকেরা এসব প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি হতে তৎপর থাকে।

তিনি আরো বলেন, রাজধানীর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তির সময় কোটি কোটি টাকা আয় করে থাকে। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। নটর ডেম কলেজ, হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, স্কলাসটিকাসহ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিজের আয়ে চলে তাদের আয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।